উচ্চমাধ্যমিকে চা বিক্রেতার ছেলের নজরকাড়া ফল

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকেই জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সামনে রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের সামনে ভিড়। চা বিক্রেতা ধর্মা রায় এবং তাঁর ছেলে কনক রায়কে সাধারণ মানুষ দলে দলে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর্থিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে উচ্চমাধ্যমিকে ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে চা বিক্রেতার ছেলে কনক রায়।

শহরের গা ঘেঁষে বজরাপাড়া সেতুর ধারে বাড়ি কনকদের। বেড়ার আর পুরানো টিনের চালের একচিলতে ঘর। সেখানেই মা, বাবার সঙ্গে থাকে কনক। কনকের বাবা ধর্মা রায় রাস্তার পাশে ঠেলাগাড়িতে চা বিক্রি করেন। টেনেটুনে দিনে ১০০ টাকার মতো আয় হয়। তা দিয়েই পেট চলে তিনজনের। এত আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উচ্চমাধ্যমিকে ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কনক। সে জানাল, ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু কলেজে ভরতির টাকা জোগাড় করার সামর্থ্য নেই তার বাবার। যদি অনার্স না মেলে তবে অগত্যা পলিটেকনিকে ভরতি হতে হবে।

বেড়ার আর পুরানো টিনের চালের একচিলতে ঘর। সেখানেই মা, বাবার সঙ্গে থাকে কনক। কনকের বাবা ধর্মা রায় রাস্তার পাশে ঠেলাগাড়িতে চা বিক্রি করেন।

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্র কনক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে– বাংলায় ৭৭, ইংরেজিতে ৬২, ভূগোলে ৮২, সংস্কৃতে ৮০, ইতিহাসে ৮০ এবং দর্শনে ৯০। কথা প্রসঙ্গে কনক জানাল, পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বই ছিল না। স্কুল থেকেই তাকে বই দেওয়া হয়েছিল। টাকার অভাবে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া সম্ভব হয়নি।

কনকের মা মমতা রায় বলেন, 'পরীক্ষার আগে ওকে পুষ্টিকর খাবার দিতে পারিনি। ঘরে ১০০ পাওয়ারের বালব রয়েছে। ওই আলোতেই ছেলে পড়াশোনা করেছে। বাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে টিনের ফুটো দিয়ে ঘরে জল পড়ে। শীতের সময় হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢোকে। এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই আমার ছেলে পড়াশোনা করেছে। আমি চাই ছেলের পড়াশোনার জন্য কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক। ধর্মা রায়ের কথায়, যতই আর্থিক প্রতিকূলতা আসুক না কেন কনকের পড়া তিনি বন্ধ হতে দেবেন না। তিনি বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরোনোর পর দোকানে এসে বহু মানুষ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সকলের আশীর্বাদে কনক নিশ্চয়ই এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।'

নিজের জেদেই জিতল জয়িতা

ভোটপট্টি, ১৩ জুন ঃ বছর ছয়েক আগে বাবা মারা গিয়েছেন। মা দর্জির কাজ করেন। কিন্তু এই কাজে যা রোজগার তাতে সংসার চলে না। তাই মায়ের সঙ্গে মেয়েও কাজে হাত লাগায়। তবু কোনোমতে টেনেটুনে সংসার চালানোর চেষ্টা করেও পারছিল না দুজন। শেষে বাড়ির সামনে ছোটো চায়ের দোকান খুলতে হয়। কিন্তু এত প্রতিকূলতা সেই মেয়ের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়িতা রায়ের উচ্চমাধ্যমিকের ফল নজর কেড়েছে সবার। ভোটপট্টি এইচবিএল হাইস্কুলের ছাত্রী জয়িতা ৮৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৪৭। ইংরেজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছে তার। তবে আর্থিক সংকট কাটিয়ে কী করে এগোবে, এই চিন্তাই এখন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

জয়িতার রেজাল্টে খুশি মা প্রমীলা রায়। কিন্তু একই চিন্তায় রয়েছেন তিনিও। তাঁর কথায়, 'ও অনেক দূর অবধি পড়তে চায়। কিন্তু সংসারের যা অবস্থা, তাতে কীভাবে ওর পড়ার খরচ চালাব বুঝে উঠতে পারছি না।'

বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ১৬টি নৌকা কেনা হল

এসজেডিএ–র উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ এবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ১২টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করতে ১৬টি নৌকা কিনে দিল শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। পঞ্চায়েত সমিতির এই নৌকাগুলি সংশ্লিষ্ট বিডিওদের হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রত্যেক নৌকায় এসজেডিএ লেখা রয়েছে। এই খবর দিয়েছেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

সৌরভবাবু জানান, গত বছর জেলার বহু ব্লকে বানভাসি মানুষের উদ্ধার কাজে ছোটো নৌকা, বোট দিয়ে উদ্ধার করতে সমস্যা হয়েছিল। তাই পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে এবার বড়ো নৌকা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁরা।

এদিকে, এসজেডিএ–র যে সমস্ত এলাকায় পথবাতি, ছোটো রাস্তা, কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেইসব রাস্তা, কালভার্ট মেরামত করেছে। এসজেডিএ–র তরফে নলকূপ বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সৌরভবাবু জানিয়েছেন।

এক একটি নৌকায় ৫০–৭০ জন একসঙ্গে বসতে পারবেন। মূলত ব্লক এলাকায় ছোটো, মাঝারি নদীর জলে বানভাসিদের এই নৌকা করেই উদ্ধার করা হবে।

এসজেডিএ চেয়ারম্যান জানান, বুধবারই আমরা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ১২টি পঞ্চায়েত সমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিডিও কার্যালয়ের মাধ্যমে ১৬টি কাঠের নৌকা কিনে দিয়েছি। এক একটি নৌকায় ৫০–৭০ জন একসঙ্গে বসতে পারবেন। আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। মূলত ব্লক এলাকায় ছোটো, মাঝারি নদীর জলে বানভাসিদের এই নৌকা করেই উদ্ধার করা হবে। যদিও তিস্তা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, তোর্ষার মতো বড়ো নদীতে স্পিড বোট ব্যবহার করা হবে। আপাতত পঞ্চায়েত এলাকায় ১৬টি নৌকা দিলেও দুই জেলার ৪টি পুরসভা এলাকাতেও নৌকা দেওয়া হচ্ছে বলে সৌরভবাবু জানিয়েছেন।

মালিককে না জানিয়ে গাছ কাটার অভিযোগ

চালসা, ১৩ জুন ঃ বাড়ির মালিককে না জানিয়ে অবৈধভাবে প্রায় ২৫–২৬টি গাছ কাটার অভিযোগ উঠল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ভবিষ্যতের সম্বল ওই গাছগুলো খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে দুস্থ ওই পরিবারটি। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসাপাড়া এলাকার। বিষয়টি গাছের মালিক লিখিতভাবে মেটেলির বিডিও–কে জানিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন। জানা যায়, মাথাচুলকা মাদ্রাসাপাড়ার জনৈক বাবুল মহম্মদের বাড়ির পাশ দিয়ে হাইটেনশন ভোল্টের লাইন গেছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা এসে বাড়ির মালিককে না জানিয়ে গামার, টুন, নিম, গোকুল ইত্যাদি অপরিণত গাছগুলো কেটে ফেলেন। তাঁর স্ত্রী বাধা দিলেও তাঁরা তা মানেননি বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক জানান, 'আমার চারটি ছোটো মেয়ে আছে। দিনমজুরি করে কোনোরকমে সংসার চালাই। ওই গাছগুলোই আমার ভবিষ্যতের ভরসা ছিল। আমাকে না জানিয়েই বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির লোক এসে ওই গাছগুলো কেটে দেয়। যাবতীয় বিষয় ও ক্ষতিপূরণের দাবি লিখিতভাবে বিডিও–কে জানিয়েছি।' এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরাও। তাঁরা বলেন, সরকার যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে গাছ লাগানোর প্রচার করছে সেই জায়গায় এইভাবে এতগুলো কচি গাছ কী করে কাটা হল তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির মেটেলি শাখার ম্যানেজার নবীন কুমার বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

এনবিএসটিসির স্মার্টকার্ড নিতে ভিড় নিগমের ডিপোয়

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের স্মার্টকার্ড পেতে নিত্যযাত্রীদের ভিড় এখন উত্তরবঙ্গ নিগমের ডিপোতে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রিপেইড এই স্মার্টকার্ডে যাত্রীরা যে টাকা ভরবেন, তার থেকে বেশি টাকার জার্নি করতে পারবেন। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং হলদিবাড়ি ডিপো থেকে এই কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি ডিপো সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে বেশকিছু কার্ড বিক্রি করা হয়েছে। এদিনও বেশকিছু যাত্রী কার্ড নেওয়ার জন্য লাইন দিয়েছিলেন। বাসের মধ্যেই যাত্রীরা ওই কার্ড সোয়াইপ করে ভাড়া দিতে পারবেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি বাস ভাড়া নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে বছর তিনেক আগে এই স্মার্টকার্ড চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নিগমের পক্ষ থেকে। বাস ভাড়ার খুচরো পয়সার সমস্যাও এর মধ্যে দিয়ে মেটানো কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, গত সোমবার থেকে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং হলদিবাড়ি ডিপোয় একযোগে এই কার্ড দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। কোনো যাত্রী এই কার্ড নিতে চাইলে তাঁকে এক কপি ফোটো সহ সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে প্রয়োজনীয় সরকারি ফর্ম পূরণ করতে হবে। এরপরে ৫০ টাকার বিনিময়ে তাঁকে স্মার্টকার্ড দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি ডিপো ইনচার্জ স্বপন সেন বলেন, একবছরের মেয়াদসম্পন্ন এই কার্ডে প্রতিমাসে টাকা ভরতে হবে। মাসের শেষে কার্ডে যদি টাকা থেকে যায়, তা পরের মাসে নতুন করে ভরা টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। জলপাইগুড়ি ডিপোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি রুটের ২৩টি বাসে এই কার্ডের জন্য সোয়াইপ মেশিন কনডাক্টরকে দেওয়া হয়েছে। স্মার্টকার্ড নেওয়া এক যাত্রী বলেন, তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। কর্মসূত্রে প্রতিদিন শিলিগুড়ি যাতায়াত করেন। এজন্য তাঁর প্রতিদিন ৬৬ টাকা খরচ হত। অর্থাৎ মাসে শুধু বাস ভাড়ার জন্য খরচ প্রায় ১৭০০ টাকার মতো। এবার তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারি বাসের ভাড়া ৩৩ থেকে ৩৮ টাকা করা হয়েছে। মাসে বাস ভাড়ার খরচও বেড়ে যাবে। স্মার্টকার্ড ব্যবহার করলে খরচ কিছুটা হলেও কমবে। তাই তিনি এই কার্ড নিয়েছেন। শহরের বাসিন্দা সুবীর দত্তরায় জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম এই কার্ড চালু করে যাত্রীদের সুবিধা করে দিয়েছে। পকেটে টাকা না থাকলেও এই কার্ড থাকলে যেকোনো জায়গা থেকে সরকারি বাসে উঠে ফিরে আসা যাবে।

স্কুলে ল্যাবরেটরির দাবিতে সরব ছাত্ররা

রাজগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ স্কুলে পরিকাঠামোর অবস্থা খুবই খারাপ। ল্যাবরেটরি নেই। হাতেকলমে বিজ্ঞানের ক্লাস করতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। তবুও এ বছর বন্ধুনগর হাইস্কুলের ৯ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন বিজ্ঞান নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছে। সেজন্য এবার ল্যাবরেটরি চালুর দাবি তুলেছে ছাত্রছাত্রীরা।

রাজগঞ্জের বন্ধুনগর দেবেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ২০১৬ সাল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পঠনপাঠন শুরু হয়। প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। রাজগঞ্জ ব্লকের অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা নেই। যে কয়টি স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ আছে, তাতে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। এই অবস্থায় বন্ধুনগর হাইস্কুলে এ বছর বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ৯ জনের মধ্যে ৮ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কারও বাবা মাছ বিক্রেতা, কারও বাবা ভ্যান চালান, কারও বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। এভাবেই অভাবের সঙ্গে লড়ে তারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য শীঘ্রই বন্ধুনগর হাইস্কুলে ল্যাবরেটরি চালুর দাবি তুলেছেন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। বন্ধুনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা দত্ত বলেন, 'ল্যাবরেটরির জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। তাই রাজগঞ্জের বিধায়ক থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ অনেকের কাছেই আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি কোনো সাহায্য মেলেনি। তবুও স্কুলের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব পড়ুয়াদের সহযোগিতা করা হচ্ছে।'

WWW.LPU.IN

UNIVERSITY WITH
UNBEATABLE PLACEMENTS

From Google to Microsoft, LPU Students are working with top brands at packages of over ₹ 1 crore.

Think BIG

LAST DATE TO APPLY UNDER EDB
15th JUNE 2018

EARLY DECISION BENEFIT(EDB)

Take Early Decision to APPLY & REGISTER for Admission with LPU and get the Benefit of Paying LAST YEAR's PROGRAMME FEE (2017) & MAXIMUM SCHOLARSHIP

Last date of admission without EDB: 30th JUNE 2018

SCHOLARSHIPS UPTO ₹ 7.5 LAKH PER STUDENT

For more details regarding EDB and Scholarship, visit www.lpu.in

Meet our counsellors in	Time : 10AM to 7PM	Toll Free: 1800-274-0604	
SILIGURI	Elan Skyview,Near PC Mittal Bus Stand	Ph: 09780005952	14-17 June
KOLKATA	Hotel Heera International, 115, Muzaffar Ahmed St. (Ripon St)	Ph: 09780005953	14-30 June

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY (LPU) SUNDAY OPEN
Jalandhar-Delhi G.T. Road, Phagwara, Punjab | SMS LPU to 53030
admissions@lpu.co.in | Toll Free : 1800-274-0604

সেচনালা সংস্কার করা হলে সুবিধা হবে কৃষকদের। – সংবাদচিত্র

সেচনালা সংস্কারের কাজ শুরু, খুশি তেশিমলাবাসী

বড়দিঘি, ১৩ জুন ঃ সেচনালা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া তেশিমলাজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১৩৪ নম্বর বুথে সেচের সমস্যা ছিল। এলাকার অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। টাকা খরচ করে জমিতে সেচের কাজ করার সামর্থ্য তাঁদের নেই। আগে নালার জল দিয়েই কৃষকরা জমিতে জল দিতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে সেই নালা কার্যত বেহাল হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গ সংবাদেও কৃষকদের এই সমস্যার কথা প্রকাশিত হয়েছিল।

৩৯ বছর পর তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই পার্টটি সিপিএমের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে। নালাটি সংস্কার করা হবে বলে ভোটের আগে তৃণমূল নেতারা কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভোট মিটতেই প্রতিশ্রুতি পূরণে পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছেন তাঁরা। এর ফলে নালা থেকে জল নিয়ে জমিতে সেচকার্য করতে কোনোরকম সমস্যা হবে না।

তৃণমূল নেতা আরমান আরশাদ বলেন, 'সেচনালার সংস্কারের ব্যাপারে এলাকার কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হচ্ছে।'

প্রেমিকার গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

গাজোল, ১৩ জুন ঃ সম্পর্কের টানাপোড়েনের জের। প্রেমিকার গলায় ব্লেড চালিয়ে নিজের গলাতেও ব্লেড দিয়ে আঘাত করে খোদ প্রেমিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে গাজোলের নয়াপাড়া শালবোনা মোড় এলাকায়। বর্তমানে দু'জনেই মালদা মেডিকেল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভরতি রয়েছে। ঘটনার জেরে গোটা গাজোলজুড়ে ছড়িয়েছে তীব্র আলোড়ন। অভিযুক্ত প্রেমিকের নাম দীপঙ্কর বিশ্বাস (২০)। বাড়ি গাজোলের ময়নার চম্পাদিঘি গ্রামে। আহত প্রেমিকার নাম রত্না মণ্ডল (১৮)। তার বাড়ি গাজোল শহর লাগোয়া শালবোনা মোড় এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে রত্নার জ্যাঠতুতো বউদি রিনা মণ্ডল জানালেন, প্রায় ৮–৯ মাস ধরে সম্পর্ক রয়েছে দুজনের। মাসখানেক আগে রত্নাকে নিয়ে দিল্লি পালিয়েও যায় দীপঙ্কর। এরপর গাজোল থানায় মিসিং ডায়ারি করা হয়। দিন আটেক আগে রত্নাকে ফিরিয়ে আনা হয়। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা তাঁর ছেলের সঙ্গে খেলছিল রত্না। সেই সময় আচমকা রত্নার গলায় ব্লেড চালিয়ে পালিয়ে যায় দীপঙ্কর। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় রত্নাকে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল হাসপাতালে। পরে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রায় ৮–৯ মাস ধরে সম্পর্ক রয়েছে দুজনের। মাসখানেক আগে রত্নাকে নিয়ে দিল্লি পালিয়েও যায় দীপঙ্কর। এরপর গাজোল থানায় মিসিং ডায়ারি করা হয়। দিন আটেক আগে রত্নাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

ওদিকে, রত্নার গলায় ব্লেড চালিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে যায় দীপঙ্কর। কিছুক্ষণ বাদে লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, গলায় আঘাত নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একথা জানার পরই পিডব্লিউডি মোড় এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে গাজোল থানার পুলিশ। তাকেও নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালদা মেডিকেল কলেজে। দীপঙ্করের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা জানান, রত্নার জন্যই আজকে এই অবস্থা হয়েছে। প্রায় ৯ মাস ধরে তাদের সম্পর্ক। রত্নাই ১০ হাজার টাকা নিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে দিল্লি চলে যায়। কিন্তু দিন আটেক আগে রত্নাকে নিয়ে চলে আসে ওর বাবা। এরপরই দীপঙ্কর পাগলের মতো হয়ে যায়। এর জেরেই হয়তো সে এঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। তবে দীপঙ্করের মায়ের জবানবন্দিতে কিছু অসঙ্গতি দেখা গেছে। একবার তিনি বলছেন, ৮–৯ মাস ধরে সম্পর্ক। আবার কখনো বলছেন, দেড় বছর ধরে দিল্লিতে ছিল ওরা দুজনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
A.P.C. Bhavan, DK-7/1, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

No.929/BPE/2018 Date: 13.06.2018

NOTIFICATION FOR
ONLINE
ADMISSION
TWO YEAR D.El.Ed. COURSE (REGULAR)
FOR THE SESSION 2018-2020
IN THE INSTITUTIONS RECOGNISED BY THE NCTE &
AFFILIATED TO WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

Online Applications are invited from persons who are eligible as per NCTE-norms (Annexure-2 of NCTE Regulations-2014) i.e. 50% in H.S or its equivalent examination or 45% in case of SC/ST/OBC-A/OBC-B/PH/EX-SERVICEMAN for admission to Two Year D.El.Ed. Course (Regular & Face to Face Mode) for the Session-2018-2020 in the Institutions, recognized by the NCTE, affiliated to West Bengal Board of Primary Education.

Details regarding eligibility & admission procedures, are already available in the websites - www.wbbpe.org, www.wbsed.gov.in & http://wbbprimaryeducation.org

The eligible and interested applicants are requested to follow the procedures given :

1. Visit the websites www.wbbpe.org / www.wbsed.gov.in / http://wbbprimaryeducation.org
2. Click on the link – **"Online Application for Admission to Two Year D.El.Ed. Course (Regular/face to face mode) for the session 2018-2020"** and follow the instructions therein carefully and apply for admission.

SCHEDULE OF ADMISSION PROCESS

- **The last date of submission of such online applications is 26-06-2018**
- The heads of the respective Institutions will submit the verified & authenticated applications (downloaded & printed) to the Board latest by 28-06-2018

Helpline Numbers : 033 29860246, 033 23379313, 033 23598099

Sd/-
Secretary

দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নির্মাণ সহায়কের পুলিশি হেপাজত

ময়নাগুড়ি, ১৩ জুন ঃ বুধবার ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক স্বপ্না মণ্ডলকে জলপাইগুড়ি সিজেএম আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তিনদিনের জন্য রিমান্ডে চাইলে বিচারক তাকে দু–দিনের জন্য পুলিশের হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। তিনি একবছরেরও বেশি সময় পলাতক ছিলেন। গত ১ জুন স্বপ্না মণ্ডল জলপাইগুড়ি সিজেএম আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পুলিশ সেদিন সংশোধনাগারে স্বপ্না মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বুধবার স্বপ্না মণ্ডলকে আদালতে তোলা হলে ময়নাগুড়ির পুলিশ আদালতের নির্দেশে দু–দিনের হেপাজতে নেয়।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক স্বপ্না মণ্ডলের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানাতে লিখিত অভিযোগ, দায়ের করেন ময়নাগুড়ির বিডিও শ্রেয়সী ঘোষ। অভিযোগ, নির্মল বাংলা প্রকল্পের আওতায় এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ২১৭৮টি শৌচাগার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এক–একটি শৌচাগার নির্মাণের জন্য ব্যয় হবার কথা ১০ হাজার ৯০০ টাকা। মোট ব্যয় হবার কথা ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪০ হাজার ২০০ টাকা। অভিযোগ, নির্মাণকাজ শেষ হবার আগেই এজেন্সিকে পুরো টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ জমা পড়ে ময়নাগুড়ি বিডিও–র কাছে। ২০১৭ সালের ২৪ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবর প্রকাশিত হবার পর নড়েচড়ে বসে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। শুরু হয় তদন্ত। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড নেচারাল ও রিসার্চ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা এবং নির্মাণ সহায়কের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় এফআইআর করেন বিডিও। তারপর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন নির্মাণ সহায়ক স্বপ্না মণ্ডল। এরপর হঠাৎ গত ১ জুন জলপাইগুড়ি জেলা সিজেএম আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। অন্যদিকে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার এখনও পলাতক। বহু বেনিফিশিয়ারির বাড়িতে এখনও শৌচাগার নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। আবার কিছু বেনিফিশিয়ারির বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করাই হয়নি। কিছু নাম আবার খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট বসাবার কথা ছিল এই এলাকার ৩৯ জন বেনিফিশিয়ারির বাড়িতে। এক–একটির জন্য খরচ হবার কথা ৪৫০০ টাকা। ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট একটি বেনিফিশিয়ারির বাড়িতেও বসানো হয়নি। অভিযোগ, এজেন্সিকে পুরো টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম হল, শৌচাগার নির্মাণের কাজ শেষ হবার পর পরিদর্শন করে ছবি তোলার পর ঠিকাদার সংস্থাকে টাকা মেটানো হবে। কেন তা করা হয়নি সেই প্রশ্ন উঠে এসেছে জনসমক্ষে। নিয়ম নির্মাণ সহায়ক পরিদর্শন করে ঠিকাদার সংস্থার টাকা মেটাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। নির্মাণকাজ না করে এবং শেষ না করেই এজেন্সিকে পুরো টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, নির্মাণ সহায়ককে দু–দিনের জন্য রিমান্ডে আনা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আরও জানা গিয়েছে, নির্মাণ সহায়কের বিরুদ্ধে ৪০৯ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।